প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর আওতায় দেশব্যাপী পিপিআর রোগ নির্মূল কার্যক্রম-২০২৩ এর কর্মপরিকল্পনা।

পিপিআর ছাগল ভেড়ার ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। রোগটি সর্বপ্রথম আইভরিকোস্টে ১৯৪২ সালে সনাক্ত হয়। বাংলাদেশে এই রোগটি ১৯৯৩ সালে দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্তের হার প্রায় ৪০-১০০ ভাগ এবং মৃত্যুর হার ৪৫-৯০ ভাগ হতে পারে। Economic Impact of Trans boundary Animal Diseases in SAARC Countries, ২০১৩ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবছর এই রোগে বাংলাদেশে প্রায় ১৮৪.২২ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। তাছাড়া, প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়, চিকিৎসা খরচ বেশী, উৎপাদনশীলতা কমে যায় ফলে সামগ্রিক ক্ষতির পরিমান অনেক বেশী।

আর্ন্তজাতিক প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থা (WOAH) ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে পিপিআরমুক্ত/নির্মূল করার লক্ষ্যেমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে "পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প" গ্রহণ পূর্বক বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী সকল ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর টিকা প্রদান কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ছাগল ভেড়ার সংখ্যা ২,৯৪,৮৪,৬৮৭টি। সকল ছাগল/ভেড়াকে টিকা প্রদানের লক্ষে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ২,৫০,০০,০০০ মাত্রা টিকা আমদানি করা হয়েছে এবং এলআরআই, মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ৫৩,০০,০০০ মাত্রা টিকাসহ মোট ৩,০৩,০০,০০০ মাত্রা টিকা মজুদ রয়েছে। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় ৮,০০,০০০ মাত্রা টিকা বেশী মজুদ রয়েছে। ইতোমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী দেশের সকল জেলায় টিকা প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প সংস্থান অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নে ১জন ভলান্টিয়ার ভ্যাক্সিনেটর রয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা রাজস্ব/ প্রকল্প/ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবীর সমন্বয়ে টিম গঠন করে এই টিকা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। প্রতি মাত্রা টিকা প্রয়োগের জন্য টিকা প্রয়োগকারীকে ৫/- হারে প্রদান করা হবে।

টিকা প্রদানের তারিখঃ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ থেকে ৯ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।

কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনুসরনীয়ঃ

১.উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা প্রতি ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্যাম্পেইন স্থান নির্ধারণ করবেন।

২। প্রতি টিকা প্রদানকারী টিমে কমপক্ষে ২-৩ জন সদস্য অর্ন্তভুক্ত করবেন।

৩। টিকা প্রদানকারী হিসেবে রাজস্ব/ প্রকল্প জনবল/ এ আই টেকনিশিয়ান/বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী এবং ভলান্টিয়ার ভ্যাকসিনেটরকে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৪। জেলা দপ্তর হতে কুলচেইন মেইনটেইন করে উপজেলা দপ্তর এবং ক্যাম্পেইন স্থানে টিকা প্রেরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। কুলবক্সে প্রয়োজনীয় পরিমান বরফ/আইস প্যাক নিশ্চিত করতে হবে।

৬। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সফলভাবে টিকা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৭। কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনকে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৮। সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে টিকা প্রদানকারীগণকে প্রাক প্রস্তুতি সভা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং পরামর্শ প্রদান করবেন।

৯। চার মাসের উর্দ্ধে সকল সুস্থ্য ছাগল/ভেড়াকে টিকা প্রদান করতে হবে।

১০। গর্ভবস্থার ২য় এবং তৃতীয় ট্রাইমেস্টারে টিকা প্রদান না করাই উত্তম। বাদ পড়া ছাগল/ভেড়া সনাক্তকরণ পূর্বক পরবর্তীতে টিকা প্রদান করতে হবে।

১১। প্রতি ছাগল/ভেড়াকে ১মিলি: পরিমান টিকা চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হবে।

১২। টিকা প্রদানকারীকে পরিষ্কার এপ্রোন, মাস্ক, গামবুট, গ্লোভস পরিধান করতে হবে।

১৩। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা টিকা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিরিঞ্জ ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিত করবেন এবং ব্যবহৃত সিরিঞ্জ যথাযথ পদ্ধতিতে ডিসপোজ করবেন।

১৪। টিকার ভায়াল যত্রতত্র না ফেলে সংরক্ষণ করবেন এবং পরবর্তি নির্দেশনা অনুযায়ী ডিসপোজ করবেন।

১৫। টিকা প্রদানের তথ্য প্রেরিত রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবেন।

১৬। উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় দপ্তরসমূহ দৈনিক টিকা প্রদানের সমন্বিত তথ্য অধিদপ্তর এবং প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করবেন (pdppr.fmd@gmail.com , extension.dls.01@gmail.com)।

১৭। অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিম সকল কার্যক্রম মনিটর এবং সমন্বয় করবেন।

১৮। বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ভিত্তিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ক)দৈনিক রিপোর্ট প্রেরণের ছকঃ (উপজেলার জন্য)

উপজেলার নামঃ জেলাঃ তারিখঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	টিকা প্রদানকৃত ওয়ার্ডের সংখ্যা		দৈনিক টিকা প্রদান (সংখ্যা)		মোট (৪+৫)	ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা	মন্তব্য
		চলতি	ক্রমপুঞ্জিত	ছাগল	ভেড়া			
১	২	৩		৪	৫	৬	৭	৮
সর্বমোট								